চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

২৪ আগস্ট'২০২১খ্রি.

ঐতিহ্য রক্ষা পরিষদের স্মারকলিপি গ্রহণকালে মেয়র
ভাল-মন্দের বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে
মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, মেগা প্রকল্প বাস্তবায়রে ক্ষেত্রে যে সমস্যা ও প্রশ্নগুলো প্রকট প্রতীয়মান হচ্ছে তা কখনো প্রতিবদ্ধকতা হয়ে দাঁড়াবে না। পারস্পরিক সমঃ^য়, সহযোগিতা এবং বাস্তবতা বিবেচনার নিরীখে যে সিদ্ধান্তটি গ্রহণযোগ্য তাই আমলে আনবেন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ। এ ক্ষেত্রে টাইগারপাসের নান্দনিক সৌন্দর্য রক্ষায় চসিকের দায় যেটুকু আছে তা প্রয়োগ ও গ্রহণে কোন ব্যত্যায় ঘটবে না।
চট্টগ্রাম নগরী থেকে বিমান বন্দর পর্যন্ত এলিভেটর এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কোনভাবেই যাতে বাধাগ্রস্থ না হয় এবং পরিবেশ ও ঐতিহ্য রক্ষায় প্রতিকুল ও ক্ষতিকারক প্রভাব না ফেলে সে ব্যাপারে যারা সচেতন হয়েছেন তাদের মতামতকে অবশ্যই গুরুত্ব দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি। তবে এ-নিয়ে এমন কোন অপরিমানদর্শী প্রতিক্রিয়াও কাম্য নয়। চট্টগ্রাম ঐতিহ্য রক্ষা পরিষদের পক্ষ থেকে লালখান বাজার হতে পতেঙ্গা বিমান বন্দর পর্যন্ত নির্মানাধীন ফ্লাইওভার প্রকল্প থেকে ঐতিহাসিক ও নান্দনিক সৌন্দর্য্যরে টাইগারপাস থেকে বাদ দেওয়ার দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি গ্রহণকালে মেয়র একথা বলেন।
স্মারকলিপি প্রদানকালে পরিষদের চেয়ারম্যান ও সাবেক মেয়র মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রামের উন্নয়নে যত বড় প্রকল্প করা হোক না কেন এর কার্যকারিতা, প্রভাব এবং গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু বাস্তবাসম্মত সে-ব্যাপারে মেয়রের মতামত যথেষ্ট প্রানিধানযোগ্য। সুতরাং মেয়র এলিভেটর এক্সপ্রেসওয়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও নান্দনিক সৌন্দর্য রক্ষায় টইগারপাসের সংযুক্তি বাদ দেয়ার দাবীর যথার্থতা উপলব্ধি করবেন এবং এ ব্যাপারে জনমতের ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটাবেন। স্বা
স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন-পরিষদের সদস্য সচিব জসিম চৌধুরী সবুজ, মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাহফুজুর রহমান, প্রকৌশলী সুভাষ বড়–য়া, সম্বনয়কারী মুজিবুল হক শুক্কর, সাবেক কাউন্সিলর মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রমুখ।

ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষায় পরামর্শ চাই-মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, চট্টগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষায় সকল মহলের পরামর্শ নিয়ে চট্টগ্রাম নগরীকে সাজাতে চাই। তাই এ ক্ষেত্রে সকলের সহযোগে কাজ করতে গিয়ে ভূল-ত্রুটি এড়িয়ে যেখানে বাধা আসবে তা অতিক্রমে সাহস ও প্রেরণা হলো সংকট উত্তরণের ভরসা। আজ মঙ্গলবার সাকলে সিটি মেয়রের কার্যালয়ে চট্টগ্রাম ক্লাব লি. এর চেয়ারম্যান নাদের খানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সৌজন্য সাক্ষাতকালে তিনি একথা বলেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন-ক্লাবের ভাইস চেয়ারম্যান মঞ্জুরুল হক মঞ্জু, পরিচালক জাবেদ হাশেম নান্নু, সৈয়দ আহসানুল হক, মাহাবুবুল করিম খান, সচিব মেজর (অব.) নুরুল আমিন, আজিজুল হাকিম প্রমুখ।
চট্টগ্রাম ক্লাবের চেয়ারম্যান নাদের খান বলেন, জনপ্রতিনিধি হিসেবে চট্টগ্রামের ঐতিহ্য ধারণ করাটাই প্রধান কর্তব্য। কারণ চট্টগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পান্ডুলিপি প্রাচীন। এই পান্ডুলিপি ধারণে সিটি মেয়রের ভূমিকা অগ্রগন্য।

ইউএনডিপি'র সিটি প্রজেক্ট বোর্ডের সভায় মেয়র
প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ইউএনডিপি যে সহায়তা করে যাচ্ছে তা সত্যিকার অর্থে অভিনন্দন যোগ্য। তিনি নগরীর ¯^ল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন পরিকল্পনা নিয়ে যে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে তা সার্বিকভাবে সফল করতে চসিক প্রস্তুত বলে জানান। তিনি ইউএনডিপি'র পরিকল্পনায় ৭০০জন কিশোরীকে শিক্ষা খাতে অনুদান দেয়ার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা যেন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হয় সেদিক লক্ষ্য রাখার আহŸান জানান। তিনি আজ মঙ্গলবার টাইগারপাসস্থ চসিক সম্মেলন কক্ষে ইউএনডিপি আয়োজিত সিটি প্রজেক্ট বোর্ডের সভায় সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন। ইউএনডিপির টাউন ম্যানেজার মো. সরোয়ার হোসেন খানের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম, প্রধান রাজ¯^ কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম, নগর পরিকল্পনাবিদ স্থপতি আব্দুল্লাহ আল ওমর প্রমুখ।
মেয়র বলেন, শহরে বসবাসরত বৃহৎ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ শহরে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ইউএনডিপির সহযোগীতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য শহরের দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে সুষম ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন। সরকার পর্যায়ক্রমে সারাদেশে ৪০ লাখ লোকের জীবনমান ও জীবনযাত্রার উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের ¯^াস্থ্য সুরক্ষায় পুষ্টিকর খাবার প্রদান অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

চসিকের ভ্রাম্যমান আদালত
অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে শিশু খাদ্য উৎপাদন করায়
২০ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার নগরীর কোতোয়ালী থানাধীন পাথরঘাটা এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী নেতৃতে পরিচালিত অভিযানে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাদ্যপণ্য শিশু খাদ্য জেম, জেলী, লিচি,আইচবার ও ললিপপ উৎপাদন করায় ১টি কারখানাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানকালে ম্যাজিস্ট্রেটগনকে সহায়তা প্রদান করেন কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ সদস্য।

স্বাক্ষরিত/-

(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩